PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-14, No.-1, May 2023

বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সামাজিকীকরণ

মৃন্ময় পাল [1*]

[1*] Data entry operator, Despatch section, Shyam Metalics, Jamuria, West Bengal, India.
E-mail: mrinmoyplsh09@gmail.com

সংক্ষিপ্তসার:

ভিন্ন ভাবে সক্ষমদের সামাজিক অর্তভুক্তিকরণের দাবি আসলে তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অবিচারের প্রতিবাদ । নাগরিক হিসাবে পরিবারে, গোষ্ঠীতে এবং কর্মক্ষেত্রে যাতে তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা দরকার। নির্ভরতা ও নিরাশার সংস্কৃতি কাটিয়ে উঠে এমন এক সমাজ গড়ে তোলার প্রয়োজন যেখানে ভিনভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়নে, সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা কিভাবে সম্ভব তা নিয়েই এই নিবন্ধ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক শব্দসমূহ: সংযুক্তকরন, মন, শরীর, প্রাণ, প্রকৃতি

ভূমিকা:

সামাজিক ভাবে ব্রাত্য করার উল্টোটা হল সামাজিক অন্তভুক্তিকরণ। এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যা বদলে দেয় পরিস্থিতি ও অভ্যাসকে। বিশ্বব্যাঙ্ক এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ হল এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের পরিচয়ের ভিত্তিতে তাদের যোগ্যতা, সুযোগ-সুবিধা ও মর্যদার উন্নয়ন ঘটিয়ে সমাজের মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

বিশ্বজুড়ে ভিন্নভাবে সক্ষমরাই হল বৃহত্তম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, অবহেলা বঞ্চনার শিকার, ব্রাত্য। ভিন্ন ভাবে সক্ষমদের শারিরীক, মানসিক ও সামাজিক নানা অন্তর্ভুক্তিকরণ। সামাজিক কুসংস্কারের জন্য ভিন্ন ভাবে সক্ষমদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিটাই নেতিবাচক । প্রতিবন্ধকতা হল আগের পাপের সাজা এবং ঈশ্বরের এই অভিশাপকে রোধ করার ক্ষমতা কারোও কাছে নেই। এমন সম্মিলিত কুসংস্কারের ফলে ভিন্ন ভাবে সক্ষমরা প্রান্তিকই থেকে যান। সমাজ ও অর্থনীতির মূল স্রোতে সংযুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

প্রাত্যহিক জীবনে তাদের নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এই প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তাদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনের মান ক্রমশই নামতে থাকে। তাদের অনেকেই নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও অবাঞ্ছিত ভাবতে থাকেন। সমাজও মনে করে, তারা সমাজের বোঝা । শুধু ভিন্ন ভাবে সক্ষমরাই নন, তাদের বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি, ভাই বোনেরাও নেতিবাচক চিন্তা ভাবনা, দারিদ্র ও সামাজিক বিচ্ছিনতার জাতাকলে পড়তে থাকেন। নিজেদের উন্নয়ন সাধনের বদলে তারা ব্যস্ত থাকেন সমাজের সাথে লড়াই করতে।

আধ্যায়নের উদ্দেশ্যঃ-

১) বর্তমান সমাজে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করা ও সমস্যার অবশানের প্রচেষ্ঠা করা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

২) সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করা।

৩) বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সামাজিক মান উন্নয়ন করাও প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

৪) বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষার বিস্তার ঘটানো ।

৫) বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতাগুলি অনুসন্ধান ও অবশান ঘটানোও প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অধ্যয়ন পদ্ধতিঃ-

এই গবেষণার প্রকৃতি যেহেতু সমাজকেন্দ্রিক তাই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে গৌণ উৎসের (Secondary) মাধ্যমে। যেমন জার্নাল, গ্রন্থ, ইন্টারনেট ইত্যাদি। গবেষণাপত্রের বিশ্লেষণ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং গবেষণাপত্রের নকশা সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

প্রান্তিকতা হিসেবে বিচ্ছিন্নতাঃ-

পরান্তিকতাই হল বিচ্ছিনতার মূল। সামাজিক কাঠামোর প্রান্তিকতায় বহুমুখী ভিত্তি রয়েছে। প্রতিবন্ধকতার দরুণ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলি নানা দিকের অসুবিধা সহজেই বোঝা যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি সামাজিক উপাদান। প্রতিবন্ধকতা ও লিঙ্গ বৈষম্য, আসল মানুষটাকে ভুলিয়ে দেয়। পৌরুষ বলতে আমাদের সাধারণ সংস্কৃতিতে যে শক্তি, শারিরীক সামর্থ ও স্বাধীন চেতনার কথা ভাবা হয়, একজন ভিন্ন ভাবে সক্ষম পুরুষের তা নেই বলে ধরে নেয় সমাজ। আবার ভিন্ন ভাবে সক্ষম একজন মহিলা গৃহিণী, স্ত্রী ও মা হিসাবে তার ভূমিকা পালনে অপারগ, সৌন্দর্য ও নারীত্বের প্রকাশ তার মধ্যে নেই এমনটাও ধরে নেওয়া হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা শারিরীক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে অত্যাচারিত হয়ে চলেছেন। ইচ্ছাকৃত ভাবে তাদের অবহেলা, অসম্মান, শারিরীক ও যৌন নিগ্রহ করা হয় তাদের অবস্থান সমাজের প্রান্তিকতম বিন্দুতে।

শৈশবে প্রাথমিক শিক্ষার সময়ে পারস্পরিক আগ্রহ, স্কুলের কাজকর্ম ও খেলাধুলার মধ্য দিয়ে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ভিন্ন ভাবে সক্ষম শিশুদের অনেকেরই সাধারণত বন্ধুত্ব গড়ে তোলার ক্ষমতা থাকে না। বন্ধুত্ব গড়তে মনের ভাব প্রকাশ ও যোগাযোগ স্থাপন অপরিহার্য। একটি শিশু তার প্রাথমিক সামাজিক বৃত্ত অর্থাৎ পরিবারের মধ্যে প্রথম যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করতে শেখে। তারপর ক্রমশ তার বিস্তার ঘটে আত্মীয়-পরিজন ও অন্যান্যদের মধ্যে। প্রথম শৈশবেই একটি শিশু ব্যবহারের সামাজিক ধরণটা নির্ধারিত হয়ে যায়। সে জন্য এই সময়কার সামাজিক অভিজ্ঞতা শিশুর মনে গভীর ছাপ ফেলে, বড় হয়ে তার ব্যবহার কেমন হবে, এই বীজও লুকিয়ে থাকে এখানেই শ্রবন প্রতিবন্ধকতা ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা যাদের রয়েছে। সেই সব শিশুদের চারপাশে থাকা লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতেই পারে না। বন্ধুত্ব গড়তে না পারায় ভারসাম্যহীণতায় ভোগে । যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থতায় বিচ্ছিন্নতা ও উদ্বেগের সব থেকে বড় কারণ। আবার অন্যদিকে, দৃষ্টিশক্তিগত ও স্নায়বিক প্রতিবন্ধকতাকে সমাজ সহজেই চিহ্নিত করতে পারে এবং এদের প্রতি ব্যবহারের একটা নিকৃষ্ট ছক তৈরি করে ফেলেন। নাগরিক সমাজের উচিত ভিন্ন ভাবে সক্ষমদের সঙ্গে অনেকবেশি যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের সমাজের মূল ধারায় অন্তর্ভূক্ত করা।

যে ভাবে তাদের সঙ্গে, কথা বলা হয়, তাতে ভিন্ন ভাবে সক্ষমরা ভারতে বাধ্য হন যে, তাদের এই পরিস্থিতির জন্য তারাই দায়ী। শিক্ষা কর্মসংস্থানের যথাযথ সুযোগ-সুবিধা তারা পান না। তাদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা হয় না। অপ্রয়োজনীয় আখ্যা দিয়ে তাদের সমাজের বোঝা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

ভিন্ন ভাবে সক্ষম বহু ব্যক্তি স্থানীয় গোষ্ঠী ও অর্থনীতিতে কার্যকর অবদান রাখতে পারে না। অথচ তাদের দিকে একটু সাহায্যের হাত বাড়ানোর ছবিটা এমন থাকে না যে, তাদের মধ্যে দক্ষতা ও সম্ভবনা রয়েছে, তার উপযুক্ত সদব্যাবহার করা দরকার। কাজ করা ও অর্থোপার্জনের জন্য প্রস্তুত হবার বদলে ভিন্ন ভাবে সক্ষম বহু ব্যক্তিই সরকার ও পরিবারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। কর্ম জীবনে ঠিক মতো রোজগার না করতে পারায় তাদের বার্ধক্যও স্বাচ্ছন্দ্যে কাটে না।

ভিন্ন ভাবে সক্ষমদের মধ্যে যারা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থাকেন, তাদের চারপাশের পরিবেশও অনুকূল হয় না। বাসে, ট্রামে বা কোনো ভবনে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা চোখে প্রায় পড়েই না। সরকারী নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কখনও ভিন্ন ভাবে সক্ষমদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন বোঝার চেষ্টা করা হয়নি। ভিন্ন ভাবে সক্ষমরা প্রায়শই অনুভব করেন তারা ছিন্ন-বিচ্ছিন জটিল ও আমলাতান্ত্রিক একটি পদ্ধতির সঙ্গে লড়ছেন। এই পদ্ধতির মধ্যে ভিন্ন ভাবে সক্ষমদের প্রয়োজন মেটানো, তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের কোনও তাগিদ নেই।

উপসংহারঃ-

ভিন্ন ভাবে সক্ষমদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের দাবি আসলে তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অবিচারের প্রতিবাদ । আগে উল্লেখ করা প্রতিবন্ধকতাগুলি সরানোর চেষ্টাই হল ভিন্ন ভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়নের চাবি কাঠি। নাগরিক হিসাবে পরিবারে, গোষ্ঠীতে এবং কর্মক্ষেত্রে যাতে তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা দরকার। নির্ভরতা ও নিরাশার সংস্কৃতি কাটিয়ে উঠে এমন এক সমাজ গড়ে তোলা প্রেয়াজন যেখানে ভিন্ন ভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়নে, সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ওপর জোর দেওয়া হবে।

তবে এই দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, নিয়োগকর্তা, স্বাস্থ্য পেশাদার, শিক্ষক ও সচেতনতা প্রসারের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা, স্থানীয় গোষ্ঠী, পণ্য ও পরিষেবা, প্রদানকারী এবং ভিন্ন ভাবে সক্ষমদের নিজেদেরও এক্ষেত্রে প্রভৃত ভূমিকা রয়েছে।

গ্রন্থপুঞ্জিঃ-

1. National Curriculum Framework 2014. (NCERT)
2. Ministry of Social Justice and Empowerment (2012), The Draff Rights of Persons with Disabilities Bill, 2012. Government of India. http://www.socialjustice.nic.in/pdf/draff
3. Julka, A. (1999), Low Vision Children: A guide for primary school teachers, NCERT, New Delhi
4. DISE (2013), Elementary Education in India: Progress towards UEE, Delhi India, NUEPA and MHRD, gOLP, p-27.